দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

০৪

সংসদে প্রশ্নোত্তর

বিএনপি আমলে সরিষাবাড়ীর চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন অবৈধ ছিল ॥ শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ॥ বিএনপি'র সাবেক মহাসচিব ও মন্ত্রী ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার তাঁর নির্বাচনী এলাকা সরিষাবাড়ীর ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে তাঁর আত্মীয়স্বজনের নামে রেখেছেন। এই নতুন নামকরণ অবৈধ ছিল, কারণ নাম পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ডকে যে পরিমাণ টাকা দিতে হয় তা দেয়া হয়নি।

বুধবার সংসদে আওয়ামী লীগের মির্জা আজমের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক যে সব তথ্য দেন তা থেকে এ খবর জানা গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, কোন ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হলে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের ক্ষেত্রে ১৫ লাখ এবং স্কুলের ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকা অথবা সমমূল্যের সম্পত্তি সেই প্রতিষ্ঠানকে এবং ফি বাবদ শিক্ষা বোর্ডকে যথাক্রমে ৩ হাজার ও ২ হাজার টাকা দিতে হয়। বিএনপি সরকারের আমলে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার দু'টি বেসরকারী স্কুল সরিষাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়কে সরিষাবাড়ী রিয়াজউদ্দিন তালুকদার উচ্চ বিদ্যালয় নামে এবং আরামনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে সরিষাবাড়ী সালেমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নামে নামকরণ করা হয়। কিন্তু ১০ লাখের পরিবর্তে এসব প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় ৪ লাখ টাকা করে, শিক্ষা বোর্ডের ফি-র ক্ষেত্রেও এক হাজার টাকা কম দেয়া হয়। এছাড়া সরিষাবাড়ী কলেজের নাম পরিবর্তন করে সরিষাবাড়ী রিয়াজউদ্দিন তালুকদার এবং সরিষাবাড়ী মহিলা কলেজকে সরিষাবাড়ী মাহমুদা সালাম মহিলা কলেজ নামকরণ করা হলেও এ জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বোর্ডকে কোন টাকা দেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, রিয়াজউদ্দিন তালুকদার, সালেমা খাতুন এবং মাহমুদা সালাম ব্যারিস্টার তালুকদারের যথাক্রমে পিতা, মাতা এবং স্ত্রী।

'৯৭-এর পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক জানিয়েছেন, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সরকার যে কমিটি গঠন করেছে তাদের কাজ সমাপ্তির পথে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাম ও জীবনী পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশ করা হবে এবং তা ১৯৯৭ সালের শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আওয়ামী লীগের অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌসের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে এ কথা জানান।

শিক্ষার হার

জাতীয় পার্টির ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৫ সালের স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন (এসভিআর)-এর তথ্য অনুযায়ী ৭ বছর ও তদূর্ধদের মধ্যে শিক্ষার গড় হার শতকরা ৪৪ দশমিক ৩০। বিভাগ ওয়ারী হিসাবে ঢাকা ও বরিশালের শিক্ষার হার সর্বোচ্চ সাড়ে ৪৭ শতাংশ। এর পর রয়েছে চট্টগ্রাম ৪৬ দশমিক ২, খুলনা ৪৩ দশমিক ৬, রাজশাহী ৩৯ দশমিক ৬ এবং সিলেট ৩৯.৩ শতাংশ। জেলাগুলোর মধ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি ঢাকায় ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম শেরপুরে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ।